যুগান্তর

তারিখ 16 FEB 2013
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

হাসানাত-হিরন দ্বন্দ্বে ডুবতে বসেছে বিএম কলেজ

দুই অধ্যক্ষ ওএসডি

আকতার ফারুক শাহিন, বরিশাল ব্যুরো

সাবেক চিফ হুইপ ও বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এবং সিটি মেয়র মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি শওকত হোসেন হিরনের দ্বন্দ্বে ডুবতে বসেছে বরিশালের ঐতিহ্যবাহী বিএম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। টানা ১৬ দিন বন্ধ রয়েছে ক্যাম্পাসের শিক্ষাদানসহ যাবতীয় কার্যক্রম। এরই মধ্যে ছাত্রলীগ নামধারীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন মন্ত্রণালয় কর্তৃক এখানে বদলি হয়ে আসা নয়া অধ্যক্ষ প্রফেসর শঙ্কর চন্দ্র দত্ত। সাবেক অধ্যক্ষ ননী গোপাল দাসও রয়েছেন ঝুলন্ত অবস্থায়। হাসানাতের রোষানলে পড়া এই অধ্যক্ষকে এর আগে পদাবনতি দিয়ে পাঠানো হয়েছিল খুলনায়। বর্তমানে অবশ্য এই দুই অধ্যক্ষকেই ওএসডি করে যোগ দিতে বলা হয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরে। ক্যাম্পাসের পাশাপাশি রাজপথেও ছড়িয়েছে দুই নেতার দ্বন্দ্ব। শক্তি প্রদর্শনের লক্ষ্যে বিভিন্ন উপজেলা থেকে লোক এনে বরিশাল নগরীতে মিছিল-সমাবেশ করেছে হাসানাত অনুসারীরা। সেই মিছিলে স্লোগান দেয়া হয়েছে প্রতিপক্ষ ছাত্রলীগ তথা হাসানাতবিরোধীদের বিরুদ্ধে। পাল্টা হিসেবে আজ-কালের মধ্যে শোডাউন করার প্রস্তুতি চলছে হিরন অনুসারীদের মধ্যে। সব মিলিয়ে ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে বরিশাল নগরীর পরিস্থিতি। সংঘাত-সংঘর্ষের আশংকায় ভুগছে নগরবাসী। দুই নেতার কেউ মুখে স্বীকার না করলেও বরিশালে ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতিতে হাসানাত-হিরন দ্বন্দ্বের বিষয়টি সবার জানা। বছরজুড়ে কোন না কোনভাবে মুখোমুখি অবস্থানে থাকেন এই দুই নেতা। যুগ যুগ ধরে দলের অভ্যন্তরে থাকা একাধিপত্য টিকিয়ে রাখতে যেমন মরিয়া হাসানাত আবদুল্লাহ, তেমনি দলের স্থানীয় পর্যায় থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত শিকড় আরও শক্ত এবং অবস্থান দৃঢ় করার চেষ্টা মেয়র হিরনের। দলের কমিটি গঠন থেকে শুরু করে ঠিকাদারি কাজের বণ্টন, চাকরি, ইজারাসহ প্রায় সব ক্ষেত্রে দু'পক্ষের এই টানাহেঁচড়া অনুভব করে সবাই। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীসহ কেন্দ্রীয় নেতারাও টের পান সেই আঁচ। সেই সঙ্গে টের পায় বরিশালের পুলিশসহ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা।

আবুল হাসানাত

শওকত হোসেন হিরন

দুই নেতার মন রাখতে গিয়ে গলদঘর্ম হন সবাই। আর একটু এদিক-সেদিক হলেই ঘটে বিপত্তি। যার সর্বশেষ বলি হলেন দুই অধ্যক্ষ ড. ননী গোপাল দাস এবং শঙ্কর চন্দ্র দত্ত। প্রায় ৩ বছর আগে বিএম কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে বদলি হয়ে আসেন ননী গোপাল। দায়িত্ব পালনকালে বড় ধরনের কোন গোলমাল হয়নি বিএম কলেজে। তাকে নিয়ে ক্যাম্পাস কিংবা ক্যাম্পাসের বাইরে তেমন কোন বিতর্কও ছিল না। কিন্তু গোলমাল বাধে বছর দেড়েক আগে বিএম কলেজে ছাত্র কর্মপরিষদ গঠন নিয়ে। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে চলমান তীব্র আন্দোলনের মুখে পরিস্থিতি সামাল দিতে ওই পরিষদ

কলেজ : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

কলেজ : ডুবতে বসেছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

গঠনের সিদ্ধান্ত নেন ক্ষমতাসীন দলের নেতারা। শুরুর দিকে সবকিছু ঠিক থাকলেও যখন স্পষ্ট হয় যে, কর্মপরিষদের নেতৃত্বে আসছে হিরন অনুসারীরা ঠিক তখনই বদলে যায় পরিস্থিতি। এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় একপক্ষ। ছাত্রদলসহ অন্য বিরোধী দলের ছাত্র সংগঠনগুলোও বিরোধিতা করে পরিষদের। এসব এড়িয়ে পরিষদ গঠন করেন অধ্যক্ষ ননী গোপাল। আর সেই সঙ্গে হাসানাত অনুসারীদের রোষানলে পড়েন তিনি। কলেজ পরিচালনাসহ নানা ক্ষেত্রে তাদের কথা না শোনায় আরও জটিল হয় পরিস্থিতি। সর্বশেষ গত ২৯ জানুয়ারি হঠাৎ বদলি করা হয় তাকে। কেবল বদলিই নয়, অধ্যক্ষের পদ থেকে পদাবনতি দিয়ে যোগ দিতে বলা হয় খুলনা বিএল কলেজে। অধ্যক্ষের এই বদলিকে প্রেস্টিজ ইস্যু ধরে মাঠে নামে বিএম কলেজের হিরন অনুসারী ছাত্রলীগ কর্মীরা। বদলি আদেশ বাতিলের দাবিতে শুরু হয় আন্দোলন। প্রথমদিকে আন্দোলন ঠেকানোর চেষ্টা হলেও ক্যাম্পাসে হাসানাত অনুসারীদের তেমন অবস্থান না থাকায় ভেস্তে যায় সে চেষ্টা। মাঠ চলে যায় পুরোপুরি হিরন সমর্থকদের দখলে। এরই মধ্যে কলেজে নতুন অধ্যক্ষ নিয়োগ দেয় মন্ত্রণালয়। শঙ্কর চন্দ্র দত্ত নামে যিনি নিয়োগ পান তিনি এক সময় ছিলেন বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ। হাসানাত আবদুল্লাহ ঘরানার লোক হিসেবেই সবাই চেনে তাকে। এ খবরে আরও ফুঁসে উঠে আন্দোলনকারীরা। এবার ঘোষিত হয় তাকে যোগ দিতে না দেয়ার কর্মসূচি। তালা ঝুলানো হয় ক্যাম্পাসে প্রবেশের সব গেটে। চরম উত্তপ্ত এই পরিস্থিতির মধ্যে ১২ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার কর্মস্থলে যোগ দিতে গিয়ে আন্দোলনকারীদের হাতে লাঞ্ছিত হন শঙ্কর দত্ত। আর এ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্যে চলে আসে বিএম কলেজ ইস্যুতে হাসানাত এবং হিরনের মধ্যে চলমান চরম দ্বন্দ্বের বিষয়টি, মাঠে নামে হাসানাত আবদুল্লাহর অনুসারীরা। হিরন অনুসারীরাও করে পাল্টা শোডাউন। অবশ্য এর ফাঁকে অধ্যক্ষের ওপর হামলাকারী ৪ জনকে ধরে পুলিশে দেন মেয়র হিরন। বৃহস্পতিবার নগরীতে পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ প্রদর্শন করে উভয় পক্ষ। বিভিন্ন উপজেলা থেকে লোকজন এনে মিছিল এবং জেলা প্রশাসকের কাছে দেয়া স্মারকলিপির মাধ্যমে ননী গোপাল দাসের পদাবনতি ও শঙ্কর দত্তের অধ্যক্ষ হিসেবে বদলির আদেশ বহাল রাখার দাবি জানায় হাসানাত সমর্থকরা। পাল্টা মিছিল সমাবেশের মাধ্যমে এই দাবির বিপক্ষে অবস্থানের জানান দেয় মেয়র পক্ষ। বিএনপির অঙ্গ-সহযোগী সংগঠন ছাত্রদলও মিছিল করে শাস্তির দাবি জানায় অধ্যক্ষের ওপর হামলাকারীদের। পত্রিকা অফিসগুলোতে পাল্টা-পাল্টি বিবৃতি আসে দু'পক্ষের। অনেকটা দূর থেকে হলেও এসব বিবৃতিতে সমর্থকরা তাদের আক্রমণ শানায় সরাসরি হাসানাত এবং হিরনের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় দু'পক্ষের টানাহেঁচড়ায় প্রশাসনও পড়ে জটিলতায়। এরই মধ্যে আলোচ্য দুই অধ্যক্ষকে ওএসডি করে মন্ত্রণালয়।

বর্তমানে নতুন আরেকজনকে এখানে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। অবশ্য সেক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে জটিলতা। একদিকে হিরন বিরোধীদের মধ্যে চলছে নিজেদের পছন্দ মতো অধ্যক্ষ আনার চেষ্টা আর অন্যদিকে মেয়র পক্ষ চাইছে অধ্যক্ষ হিসেবে যিনিই আসুক তিনি যেন হাসানাত ঘরানার না হন। দু'পক্ষের এই টানাহেঁচড়ার ধকল সইতে হচ্ছে মন্ত্রণালয়সহ শিক্ষা অধিদফতরের ঊর্ধ্বতন কর্তাদের। মাঝে থেকে ধ্বংস হচ্ছে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন। এ নিয়ে নগরীর সুশীল সমাজের মধ্যেও চলছে উৎকণ্ঠা। বরিশাল নাগরিক পরিষদের সদস্য সচিব ডা. মিজানুর রহমান বলেন, 'সহকর্মী নজরুল সমরেশ খুনের মাধ্যমে বিএম কলেজে যে সন্ত্রাসের সূচনা হয়েছে তার রেশ আজও চলছে। পার্থক্য কেবল এইটুকু যে আগে যারা এখানে অধ্যক্ষ হয়ে আসতেন তারা রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সবার সম্মান নিয়ে কাজ করতেন। আর এখন যারা আসছেন তারা নেতাদের কাছে দাসখত দিয়ে কথামতো চলার অলিখিত অঙ্গীকারনামায় সই করে আসছেন। নিজেদের আনুগত্য প্রমাণ করার জন্য এদের কেউ কেউ নেতাদের চামচা ছাত্র নেতাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু পর্যন্ত বনে যাচ্ছেন। ফলে একদিকে যেমন এরা সম্মান পাচ্ছেন না তেমনি শিকার হচ্ছেন লাঞ্ছনা-গঞ্জনার। শঙ্কর দত্তই প্রথম নয়, এর আগে সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর হানিফও হয়েছিলেন হামলার শিকার। এছাড়া বহুবার হামলা-ভাঙচুরের শিকার হয়েছে অধ্যক্ষের কার্যালয়সহ কলেজের নানা স্থাপনা। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, নেতাদের দখলবাজি আর আধিপত্য রক্ষার লড়াইয়ে পড়ে ক্রমেই ধ্বংস হতে বসেছে বিএম কলেজ। এর ঐতিহ্যও এখন হুমকির মুখে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কঠোর কঠিন এবং রাজনৈতিক নেতাদের তল্পিবাহক হবে না এমন একজনকে এখানে অধ্যক্ষ করা না হলে কলেজটি টিকিয়ে রাখাই মুশকিল হয়ে পড়বে।'